গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রচার কৌশল ও সুরক্ষা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

করোনাভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সারাদেশে নিরবিচ্ছিন্ন সচেতনা প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত রাষ্ট্রিয় এই দফতরের সার্বিক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্বসহ কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে।

সরকার ঘোষিত ‘কঠোর লকডাউন’ পরিস্থিতিতে বিশেষ এই কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত ও সংহত করতে অধিদপ্তরের আয়োজনে করেনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় প্রচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা বিষয়ক ভার্চ্যুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠান করা হয় গেলো ৩রা মে। এই ভার্চুয়াল কর্মশালায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৬৪ জেলা তথ্য অফিস এবং ০৪টি পার্বত্য উপজেলা তথ্য অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচালক, উপপরিচালক এবং তথ্য কর্মকর্তাসহ ৯১ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। এর বাইরেও কর্মশালায় অংশ নেন তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য কর্মকর্তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে সচেতনতামূলক প্রচার কাজ বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন কার্যক্রমে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও তাগিদ দেন তিনি।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রচার ও সমন্বয়) মো: মনিরুজ্জামান।

করোনাসময়ে কার্যকর প্রচার কৌশল বাস্তবায়ন এভং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুরক্ষা বিষয়ে তথ্যপত্র উপস্থাপন করেন আইইডিসিআর, ঢাকা’র সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকতা এ এস এম আলমগীর।

কোভিঢ-১৯ ঝুঁকি কমাতে যোগাযোগ এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততা বিষয়ে বক্তৃতা করেন ইউনিসেফ, বাংলাদেশের ম্যানেজার (যোগাযোগ ও

উন্নয়ন) ইয়াসমিন খান। এছাড়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়য়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মো. আনছার আলী দুর্যোগসময়ে প্রচার কাজ বাস্তবায়ন: বরদ্দ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম আলমগীর করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং করোনাসময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য করেন। তিনি করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত তথ্য কর্মকর্তাদের কর্মকান্ডের প্রসংশা করেন।

করোনাসময়ে প্রচার কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।

আলোচকদের উপস্থাপনায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের চলমান প্রচার কৌশলে প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের না হওয়া, বাইরে গেলে অবশ্যই সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা, শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এবং অবশ্যই টিকা নেয়ার মত স্বাস্থ্যবিধি সাধারনকে জানানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়াও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ কৌশল ব্যবহার করে সড়ক ও পথপ্রচারের মাধ্যমে এমন প্রচার-প্রচারণাকে আরো বেশি করে তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপর জোর দেয়া হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ০৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯২১ জনে। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ

পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৫১ জন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ১৮ টি রিপোটের মধ্যে ০৩ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৬৬৬ টি। নমুনা পাঠানো হয়েছে ৩১টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২৫ জন। এর মধ্যে সদরে-১৩, গাংনীতে- ০৭, মুজিবনগরে- ০৫ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৮০৭ জন। অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৭ জনকে।

ভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর টি.টি রোডের রমজান আলী (৬৫), নতুন পাড়ার উম্মে আরা (৫০), প্রাণী হাসপাতাল কামরুল হাসান (৩৫)।

মেহেরপুরে নতুন ০৬ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এর মধ্যে সদর উপজেলায় ০৫ জন, গাংনীতে ০১ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯১৮ জনে। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৪৮ জন।

সোমবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ২৯ টি রিপোটের মধ্যে ০৬ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৬৪৮ টি। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১১টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২৩ জন। এর মধ্যে সদরে-১১, গাংনীতে- ০৭, মুজিবনগরে- ০৫ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৮০৬ জন। অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৭ জনকে।

ভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর অগ্রণী ব্যাংকের আইরিন নাহার (২৭),গার্লস স্কুল পাড়ার সায়েম (২১), কাঁসারি পাড়ার মোহাম্মদ আলী (৫৫),বাসপাড়ার মাহাতাব উদ্দিন (৩৫),আলেয়া ফেরদৌস
(৬৩) ও গাংনী উপজেলার মাইলমারির আবুল কাশেম (৭৫)।

করোনায় আরও ৬৫ জনের মৃত্যু

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এ নিয়ে দেশে করোনায় প্রাণ হারালেন মোট ১১ হাজার ৬৪৪ জন। আর গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণঘাতী ভাইরাসটি ধরা পড়েছে ১ হাজার ৭৩৯ জনের শরীরে।

মৃতদের তাদের মধ্যে পুরুষ ৪২ জন ও নারী ২৩ জন। ৬৫ জনের মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ৪৫ জন, বেসরকারি হাসপাতালে ১৫ জন ও পাঁচজন বাসায় মারা যান।

২৪ ঘণ্টায় ১৯ হাজার ৪৩১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে । নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ৮.৯৫ শতাংশ।

এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৬৩ হাজার ৬৮২ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ৩ হাজার ৮৩৪ জন। এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৯১ হাজার ১৬২ জন।

এর আগে ২ মে (গতকাল) দেশে করোনায় ৬৯ জন মারা যান, আর নতুন করে শনাক্ত হয় ১ হাজার ৩৫৯ জন।

এদিকে করোনায় আক্রান্ত ও প্রাণহানির পরিসংখ্যান রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী,গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে প্রাণহানি ঘটেছে ৯ হাজার ৯৬০ জনের। নতুন করে আরও ৬ লাখ ৮০ হাজার ১৬০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে বিশ্বে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩২ লাখ ১৬ হাজার ২১৪ জনের। আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ কোটি ৩৪ লাখ ৮১ হাজার ৬১৩ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৩ কোটি ৭৯ লাখ এক হাজার ৪৬৪ জন।

করোনায় এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ও মৃত্যু হয়েছে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রে। তালিকায় শীর্ষে থাকা দেশটিতে এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৩ কোটি ৩১ লাখ ৮০ হাজার ৪৪১ জন। মৃত্যু হয়েছে ৫ লাখ ৯১ হাজার ৬২ জনের।

আক্রান্তে দ্বিতীয় ও মৃত্যুতে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে এখন পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন এক কোটি ৯৯ লাখ ১৯ হাজার ৭১৫ জন এবং মারা গেছেন ২ লাখ ১৮ হাজার ৯৪৫ জন।

আক্রান্তে তৃতীয় এবং মৃত্যুতে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্রাজিল এখন পর্যন্ত করোনায় এক কোটি ৪৭ লাখ ৫৪ হাজার ৯১০ জন সংক্রমিত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ৪ লাখ ৭ হাজার ৭৭৫ জনের।

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ কমলেও বেড়েছে মৃত্যু

ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে সংক্রমণ কমলেও মৃত্যু বেড়েছে। রোববার দেশটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লাখ ৯২ হাজার ৪৮৮ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৬৮৯ জনের।

দেশটিতে দৈনিক সংক্রমণ শনিবার পার করেছিল ৪ লাখের গণ্ডি। আজ তা একটু কমেছে। ভারতে এখন মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৯৫ লাখ ৫৭ হাজার ৪৫৭ জন।

দৈনিক আক্রান্ত ৪ লাখের নীচে নামলেও দৈনিক মৃত্যু রোববারও সাড়ে

তিন হাজারের বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা দেশটিতে প্রাণ কেড়েছে ৩ হাজার ৬৮৯ জনের। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হলো ২ লাখ ১৫ হাজার ৫৪২ জনের। খবর আনন্দবাজার।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়েও সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন মহারাষ্ট্রে। শনিবারের মতো রোববারও আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩ হাজারের বেশি।

তবে কর্নাটক এবং কেরালায় রোববার আক্রান্তের সংখ্যা শনিবারের তুলনায় একটু কমেছে। কর্নাটক এবং কেরালায় আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ৪০ হাজার ৯৯০ এবং ৩৫ হাজার ৬৩৬।

উত্তরপ্রদেশেও গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ১৮০ জন। দিল্লিতে ২৫ হাজার ২১৯ জন। এর পর ক্রমান্বয়ে রয়েছে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তীসগঢ়, হরিয়ানা, বিহার, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা। এই রাজ্যেগুলোতে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ১০ থেকে ২০ হাজারের মধ্যে।

এই বিপুল সংখ্যক লোক প্রতিদিন আক্রান্ত হওয়ায় ভারতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই মুহূর্তে দেশটিতে মোট সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৩ লাখ ৪৯ হাজার ৬৪৪ জন।

বিপুল সংখ্যক সক্রিয় রোগী দেশটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। বিভিন্ন রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে শয্যার আকাল পড়েছে। অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে গত কয়েকদিনে। তবে বিদেশ থেকে অক্সিজেন এনে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টাও চালাচ্ছে দেশটির প্রশাসন

কুষ্টিয়ায় বৃদ্ধাশ্রমে শাড়ী, শুকনা খাবার, ঔষধ ও মাস্ক

বিতরণ

কুষ্টিয়ায় পুলিশ নারী কল্যান সমিতি (পুনাক)’র উদ্যোগে বৃদ্ধ মহিলাদের মাঝে মাস্ক, শুকনো খাবার, শাড়ী-কাপড় ও ঔষধপত্রাদি বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের পূর্বমজমপুর এলাকায় উদয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার “মা ও শিশু পূনর্বাসন কেন্দ্রে’র ৩০ জন বৃদ্ধাদের মাঝে এসব বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলমের সহধর্মিণী ও পুনাকের সভানেত্রী দিলরুবা আলম প্রধান অতিথি হিসেবে এ মহতি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন।
পুনাক সভানেত্রী পূনর্বাসন কেন্দ্রের সকলের সাথে মতবিনিময়ে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা জানতে পারেন এবং মা ও শিশু পূনর্বাসন কেন্দ্রের বৃদ্ধ মহিলাদের পাশে থেকে সেবা করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এসময় পুনাকের সাধারণ সম্পাদিকা খায়রুন নেসা ও পুনাক কুষ্টিয়ার অন্যান্য সদস্যবৃন্দসহ উদয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার “মা ও শিশু পূনর্বাসন কেন্দ্রে”র পরিচালক অ্যাড. মিঠু, শিল্পী আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

করোনায় মৃত্যু কমে ৫৭ জন, শনাক্ত ২১৭৭

মহামারি করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনায় প্রাণ হারালেন মোট ১১ হাজার ৪৫০ জন। আর গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণঘাতি ভাইরাসটি ধরা পড়েছে ২ হাজার ১৭৭ জনের শরীরে।

শুক্রবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যে এসব জানা গেছে। এর আগে গত ১৯ এপ্রিল ১১২ জনের সর্বোচ্চ মৃত্যুর খবর দেয়

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এটি দেশে এখন পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক মৃত্যুর রেকর্ড। এর আগে গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল করোনায় ১০১ জন করে মারা যান। আর ১৮ এপ্রিল করোনায় মারা যান ১০২ জন। দেশে প্রথম রেকর্ড মৃত্যু হয় সর্বাত্মক লকডাউনের প্রথম দিন ৯৬ জনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত ২১৭৭ জন নিয়ে দেশে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৭ লাখ ৫৯ হাজার ১৩২ জন।

গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হয়। আর প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। গত বছরের মে মাসের মাঝামাঝি থেকে সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে। আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত শনাক্তের হার ২০ শতাংশের ওপরে ছিল। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে করোনা পরিস্থিতি।

এ বছর মার্চে শুরু হয়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। প্রথম ঢেউয়ের চেয়ে এবার সংক্রমণ বেশি তীব্র। মধ্যে কয়েক মাস ধরে শনাক্তের চেয়ে সুস্থ বেশি হওয়ায় দেশে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমে আসছিল। কিন্তু মার্চ থেকে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও আবার বাড়তে শুরু করেছে।গত বছরে এত মৃত্যুর সংখ্যা দেখেনি দেশ। তবে এ বছরই আক্রান্ত ও মৃত্যু রেকর্ড হারে বাড়তে থাকে

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, বিশ্বে দৈনিক প্রতি ৪ মৃত্যুর ১ জন ভারতে!

ভারতে মহামারীর হানা কোথায় গিয়ে থামবে, এখনও পর্যন্ত তার সদুত্তর মেলেনি। তবে সংক্রমণের পাশাপাশি যেভাবে মৃত্যু বেড়ে চলেছে, তাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক মহলেও। কারণ এই মুহূর্তে যে হারে মৃত্যু বেড়ে চলেছে গোটা বিশ্বে, তার ২৫ শতাংশই ভারতে।

গত ২৮ এপ্রিলের যে হিসাব পাওয়া গেছে, তাতে দেখা গেছে ওই দিন বিশ্বের সর্বত্র ১২ হাজার ৩০৩ জন করোনা রোগী প্রাণ হারায়। এর মধ্যে ভারতেই মারা যায় ৩ হাজার ২৯৩ জন। অর্থাৎ প্রতিদিন বিশ্বে করোনায় যত মৃত্যু ঘটছে, তার প্রতি চারটির মধ্যে একটি ঘটছে ভারতে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় এই মুহূর্তে ধুঁকছে ভারত। এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৮৭ লাখ ৬২ হাজার ৯৭৬ জন মানুষ করোনায় সংক্রমিত হয়েছে দেশটিতে। মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ৮ হাজার ৩৩০ জনের।
গত বুধবার থেকে দেশটিতে দৈনিক মৃত্যু ৩ হাজারের উপরেই রয়েছে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। সেখানে দৈনিক মৃত্যু ১০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

মৃত্যুর নিরিখে এই মুহূর্তে বিশ্বতালিকায় চতুর্থ স্থানে ভারত। শীর্ষে আমেরিকা (৫ লাখ ৭৫ হাজার ১৯৩)। দ্বিতীয় স্থানে ব্রাজিল (৪ লাখ ১ হাজার ১৮৬)। তৃতীয় স্থানে রয়েছে মেক্সিকো (২ লাখ ১৬ হাজার
৪৪৭। তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে ব্রিটেন (১ লাখ ২৭ হাজার ৭৫৯)। সূত্র: আনন্দবাজার

মেহেরপুরে করোনায় আরও এক জনের মৃত্যু, মোট ২০

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রেহেনা খাতুন
(৬৩) নামের আরও এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মাইলমারি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর দুইটার সময় মৃত্যু বরণ করেন। এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ২০ জনে।

এ দিকে আজ নতুন করে কেউ করোনায় আক্রান্ত হয় নি। জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৮ জন। এ পর্যন্ত সর্বমোট পজিটিভ ৯০৮ টি।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ১৮ টি। এর মধ্যে নতুন করে কোন করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৮ টি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২২(সদরে-০৮, গাংনীতে- ০৯, মুজিবনগরে- ০৫) জন।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৬০১ টি। মৃত্যু- ২০ জন (সদরে- ৯, গাংনীতে- ৯, মুজিবনগরে- ২), সুস্থ্য- ৭৯৮ জন, ট্রান্সফার্ড- ৬৬ জন।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

আলমডাঙ্গায় মাস্ক না পরায় রোদে বসিয়ে শাস্তি

আলমডাঙ্গায় করোনা সংক্রমণ রোধে মাস্ক না পরায় কয়েকজন যুবককে ঘন্টা ব্যাপি রোদে বসিয়ে শাস্তি দিয়েছে থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে পৌর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন। এছাড়াও জেলা পুলিশের উদ্যেগে শহরে সাধারণ মানুষের নিকট মাস্ক বিতরণ করেন।

জানা গেছে, দেশে বেড়েছে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ধাপের সংক্রমণ। সরকারের দেওয়া সর্বাতœক লকডাউনের ১৪ দিন পার হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকান ও শপিং মল খোলা রাখা নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় জেলা পুলিশের উদ্যেগে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিতে বিভিন্ন উদ্যেগ গ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গা শহরে প্রতিদিন থানা পুলিশের উদ্যেগে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাসহ শতভাগ মাস্ক পরিধানে প্রচার প্রচারণা করেন। এছাড়াও

মাস্ক বিতরণ করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

এ অভিযান পরিচালনাকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাসুদুর রহমান ও পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) দেবব্রত রায়।

এ সময় সকাল ১১ টার দিকে মাস্ক না পড়ে ঘুরে বেড়ানোর অপরাধে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। মাস্ক না পরার অপরাধে ঘন্টা ব্যাপি প্রখর রোদে বসিয়ে সাজা দেয় থানা পুলিশ।